OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 608 - 616
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

পুরুলিয়া জেলায় ডাইনি প্রথার অতীত-বর্তমান : প্রসঙ্গ সাঁওতাল সম্প্রদায়

মি: শিবু মাঝি
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
মহাত্মা গান্ধী মহাবিদ্যালয়, দলদলি, লালপুর
Email ID : majhishibu65@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Santal, Darwa, Joan of Arc, Jan Guru, Ojha, Lita, Pub and illiteracy.

Abstract

At present, there are more than 705 aboriginal Communities in India. The Santal community is one of the third-largest groups. They mainly reside in the eastern states of India. In West Bengal, the highest concentrations are found in districts like West Medinipur, Bankura, Purulia, Jhargram, West Bardhaman, and Malda, particularly in areas like the Gazal Block. The practice of identifying individuals as witches (Daini) and the Related customs is a long-standing social issue among the Santals, which has been ongoing. While this practice existed among indigenous communities in India and abroad, over time, the term 'Daini' has become limited to fictional stories among mainstream populations both in India and outside. However, within indigenous groups, particularly the Santals, this practice has continued largely intact, continuing even after independence.

To limit the practice of witchcraft and witch identification, states with a significant indigenous population, such as Jharkhand, Bihar, Odisha, and Chhattisgarh, have enacted anti-witchcraft laws. However, no such law has been introduced in Purulia district or West Bengal. In this state, the issue of witchcraft and the related practices have been largely ignored or avoided as a social issue concerning indigenous Santal communities. Particularly in the southwestern part of West Bengal, in Purulia district, which is known for being drought-prone, the practice of labeling individuals as "Daini" has been prevalent even after independence.

The northern, southern, and eastern parts of Purulia district are primarily inhabited by Santal communities. In the northern region, areas like Kashipur, Nituria, and Saturi block; in the eastern region, areas like Hura and Puncha blocks; and in the southern area, regions like Manbazar 1 Block (two areas), Manbazar 2 Block (seven areas), and the Kaira area of Bandwan police station have a important Santal population. The period between 1960 and 1980 in these areas is known as the "Ojha, Sakha, and Jan Guru era," as during this time, there was widespread torture due to the identification of individuals as

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

witches. However, from the 1980s, anti-witchcraft movements began, leading to some reduction in the practice.

This article attempts to explore the past and present context of witchcraft identification and practices within the Santal community in Purulia district. However, most of the discussion is based on secondary sources.

Discussion

ডাইনি এবং ডাইনি প্রথা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহ্যগত ভাবে চলে আসছে। শুধু আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে নয়। এই বিশ্বাস ভারতের মূলস্রোতে এবং ভারতের বাইরে দেশগুলিতেও ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া তা কাল্পনিক গল্পের মধ্যে কালের নিয়মে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে স্বাধীনোত্তর সময় পর্যন্ত বজায় আছে। এমন কি গৌণ হলেও বর্তমানে ডাইনি বিশ্বাস সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেনি। যদিও ডাইনি প্রথা লুপ্ত হয়েছে। পূর্বে মূলস্রোতের অধিবাসীদের মধ্যে শুধুমাত্র ডাইনি বিশ্বাস ছিল কিন্তু ডাইনি প্রথা ছিল না। এমন কি স্বাধীনোত্তর আদিবাসী সাঁওতালদের এখনও ডাইনি বিশ্বাস বর্তমান। কিন্তু আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে বিশ্বাস এবং প্রথা উভয় বর্তমান ছিল। এমন কি স্বাধীনোওর সাঁওতালদের মধ্যে বর্তমান ডাইনি এবং ডাইনি প্রথা রোধ করার জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড় ইত্যাদি রাজ্যগুলিতে বিংশ এবং একবিংশ শতকে ডাইনি বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণা-পশ্চিমাংশে অবস্থিত পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণাংশে ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত সময়কে ওঝা, সখা এবং জানগুরুর যুগ নামে পরিচিত। কারণ উক্ত সময়ে ডাইনি প্রথার মাধ্যমে ডাইনি চিহ্নিত করে জরিমানা, ঘর ছাড়া এমন কি হত্যা পর্যন্ত ঘটত। এই প্রথার বিরুদ্ধে কবি সারদা প্রসাদ কিস্কুর নেতৃত্বে ডাইনি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাঁওতালদের ডাইনি প্রথাকে সামাজিক বিষয় হিসাবে এড়িয়ে যান। ডাইনি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন থেকে দূরে থাকেন। তাই প্রবন্ধটিতে পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাইনি এবং ডাইনি প্রথার সেকাল-একাল অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাঁওতালদের সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সমস্যা হল তাদের ডাইনি ও ডাইনি প্রথা। এই প্রথার ফলে তাদের পারিবারিক ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। যা তাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটা বড় সমস্যা হিসাবে চলে আসছে। প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে কারো জ্বর হলে বা মারা গেলে মাঝির নেতৃত্বে জান গুরুর কাছে যায় এবং গ্রামের কোনো মহিলাকে ডাইনি নামে দোষী সাব্যস্ত করে। দোষী করে মোটা অংকের টাকা জরিমানা, গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া বা হত্যা পর্যন্ত করা হয়। তাই সাংস্কৃতির অগ্রগতির প্রধান বাধা হিসাবে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। ডাইনি প্রতিপন্ন করার প্রধান নীতি হল জান গুরুদের পক্ষ পাতিত্ব করা। অর্থাৎ মাঝি পারগাণাদের স্ত্রীকে ডাইনি করা হয় না। তবে এই প্রথাকে দমন করার জন্য ঔপনিবেশিক যুগ এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও প্রশাসন ব্যবস্থার পদক্ষেপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা চলে আসছে। সাধারণত প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক কেন মহিলাদেরকেই ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়? কারণ হিসাবে বলা হয় পুরুষেরা মহিলাদের বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গুণ বা বিদ্যা শেখার জন্য লিটা তথা মারাং বুরুর কাছে যায়। লিটা তাতে রাজী হন এবং দিনক্ষণ ঠিক করেন। কিন্তু মহিলারা তা জেনে যায়। তারা তাদের স্বামীদের উল্লিখিত দিনে নেশাগ্রস্ত করে ফলে তারা যেতে পারেনি। পুরুষদের পরিবর্তে নিজেরাই তারা ছদ্মবেশে লিটার কাছে গিয়ে সেই মন্ত্র গ্রহণ করে। পরের দিন পুরুষেরা হাজির হয়। লিটা তখন বলেন তাদেরকে মন্ত্র দেওয়া হয়েছে। তারা উত্তরে বলেন না। তখন লিটা বুঝতে পারেন এবং তাদেরকে ওঝা বা জানগুরু হওয়ার মন্ত্র দেন। তাদের প্রচলিত বিশ্বাস ডাইনিরা রত্রিতে মাঝি থান বা জাহিরা থানে মিলিত হয়। সেখানে বিভিন্ন দেবতাদের সাথে নাচ গান করে। আবার তাদের শিষ্য যাতে ধারাবাহিকভাবে বজায় থাকে তার জন্য তারা নতুন নতুন শিষ্যদের শিক্ষা দেয়। বাড়ির লোক বা তার স্বামী তার অপছায়া দেখতে পায়। রাত্রে বাইরে থাকলেও তারা বুঝতে পারে না।[১] তারা শঙ্কর বন্দোপাধ্যায় তাঁর গল্প গুচ্ছের তৃতীয় খন্ডে মূল স্রোতের অধিবাসীদের মধ্যে ডাইনি বিশ্বাস ও গুণীনদের ভূমিকা স্বনা বা স্বর্ণ নামে চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু আদিবাসী সমাজে গ্রামের মাঝি বা মোড়লদের নেতৃত্বে গ্রামের সমস্ত পরিবারকে নিয়ে ডাইনি সামাজিক স্বীকৃতি এবং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ডাইনি প্রথা অনুপস্থিত ছিল। তাছাড়া তা সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়। তবে ডাইনি বিশ্বাসের উপাদানগুলির মধ্যে কোনো বৈশাদৃশ্য ছিল না। অর্থাৎ ডাইনি বিশ্বাসের কারণ হিসাবে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, দারিদ্রতা, কুসংস্কার এবং স্বার্থান্বেষী, ধূর্ত প্রভাবশালী মানুষের আদিম প্রবৃত্তি তথা কু-চিন্তাকেই দায়ী করেছেন।[২]

ঔপনিবেশিক সময়ে সিধু-কানহুর নেতৃত্বে বিদ্রোহের সময় 'ডারওয়া' বা ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে মহিলাদেরকে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে হত্যা করা হত। বিদ্রোহীগণ সুন্দর সুন্দর মহিলাদেরকে ডাইনি চিহ্নিত করে হত্যা করা হত।[৩]

সমাজতত্ত্ববিদদের ধারণা নারী জাতির প্রাধান্য ভীতিজনিত কারণ থেকেই ডাইনি চেতনার উদ্ভব। কারণ দেখা যায় দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় আদিবাসী নারীরা জ্বালানী থেকে শুরু করে ঔষধি বৃক্ষ সংগ্রহসহ সব বিষয়ে মেয়েরাই ছিল বিশেষজ্ঞ। তাই নারীদের জ্ঞান ও কর্ম অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে দমিত করার জন্যই উদ্ভব ডাইনি চেতনা।[৪]

সমাজে নিঃসঙ্গ ও বিধবাদের জমির উপর অধিকার ছিল। এই নারীদের ডাইনি নামে চিহ্নিত করে তাদের আত্মীয়রাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হত্যা করার ঘটনা ঘটে। এক জনৈক গবেষকের মতে, 'Greater incidence of witch killings among the Santals could thus be explained by the fact that their women had traditionaly enjoyed a higher order of rights in lands.' আর্চার সাহেব ১৯০৬ খ্রি সাঁওতাল পরগণায় ভূমি বন্দোবস্ত কমে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কেবল বিধবা এবং নিঃসঙ্গদের ভূমি স্বীকৃত ছিল। কিন্তু এই সময় থেকে বিধবা নারীদের কন্যা সন্তানেরা পিতা ও মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে আদালতে মামলা শুরু করে। তাই বিধবা নারীদের ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত এবং হত্যা করার পরেও জমি হস্তগত করা অসুবিধাজনক। ডাইনি প্রথার সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় হল পুরুষদের কদাচিত ডাইনী হিসাবে চিহ্নিত করা হত। কিন্তু স্বাধীনতার পর ভোটাধিকার, সংক্ষণের সুবিধা, শিক্ষার প্রসার, বাজারি অর্থনীতি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কু-প্রথার প্রতি আঘাত। মাঝি প্রথার ভাঙ্গন নারীদের উপর নিপীড়ন অনেকটা কমে যায়।[৫]

বর্তমানে ডাইনি প্রথা বা বিদ্যা কি তা নিয়ে বিতর্ক। বেশীরভাগ মানুষই অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার বলে অভিহিত করেন। কারণ এর কোনো বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখা বা প্রমাণ নেই। কিন্তু ডাইনি সম্পর্কে যে গল্প বা কাহিনি শোনা যায় তা শিহরণ জাগানো। ভারতবর্ষ ছাড়াও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান সমৃদ্ধ দেশগুলির ক্ষেত্রেও ডাইনি ধারণা বর্তমান। তাই ডাইনি বা ডাইনি বিদ্যা সম্পর্কে আরো গবেষণার প্রয়োজন। তবে ডাইনি প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায় আদিবাসী তথা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে। পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালদের ক্ষেত্রে একটা প্রবণতা দেখা যায়, কারো কোনো রোগ না সারলে বা মারা গেলে আসল কারণ না জেনে জানগুরুর মাধ্যমে গ্রামের কাউকে ডাইনি নামে চিহ্নিত করে জরিমানা, বহিষ্কার এমন কি হত্যা পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ফলে কিছুটা ভাটা লক্ষ করা যায়।[৬] কিন্তু বর্তমানেও তারা বিশ্বাস করে যে ডাইনি বিদ্যা সমাপ্ত হয় বাড়ির কাউকে মারার মাধ্যমে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে হত্যা করে ডাইনি খাবে। (ক) মন্ত্রের দ্বারা ফুসফুস বার করে ফলে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। (খ) কোনো জন্তু-জানোয়ারের দ্বারা হত্যা করা হয়। (গ) বোঙার সাহায্যে মারা হয়। (ঘ) কোনো পাথর ঘরের মধ্যে পুঁতে রাখে তাতে পা লাগলেই লোকটি মারা যাবে। (ঙ) রোগ জীবাণু সারা গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে।[৭]

ডাইনি বিশ্বাস শুধু পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রথার চল ছিল। কোনো কোনো জায়গায় এখনও বর্তমান। ফ্রান্সে ১৪৩১ খ্রি: জোয়ান অফ আর্ক নামে ১৯ বছরের মেয়েকে ডাইনি সন্দেহ করে হত্যা করা হয়। কারণ সে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল। পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় জমির বিরোধ, পারিবারিক কলহের কারণে গুনীর দ্বারা ডাইনি হিসাবে ঘোষণা করে থাকে। এখনও আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা কোন কোন দেশে এই প্রথার চল বা বিশ্বাস আছে। ১৯৬৪ খ্রি: ১৮ মে 'লাইফ' পত্রিকায় ডাইনি ক্রিয়াকলাপের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডের *ফোকলোর সোসাইটির* সভাপতি ডোগলাস কোনেড ডাইনি বিদ্যা চর্চার কথা স্বীকার করেন। তিনি আরো বলেন ডাইনি ও ডাইনি তন্ত্রের বিশ্বাস অজ্ঞতা, অজানা রহস্যময় ধারণা। যা ঐতিহ্যগত বিশ্বাস থেকেই জন্ম হয়। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে ডাইনি বা ডাকিনী বিদ্যার সাথে আদ্যাশক্তির উল্লেখ আছে। ডাইনিদের আলোকিক শক্তির অধিকারী শক্তি হিসাবে সংস্কৃতে, ইংরাজীতে 'Witch' শব্দটি বলতেও নারীদের চিহ্নিত করা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়। এ থেকে অনুমান করা হয় ডাইনি শুধু সাঁওতাল সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। ধারাবাহিকভাবে ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, অকাল মৃত্যু, দূরারোগ্য বিধি দ্বারা মৃত্যু ইত্যাদি যেমন আদিম মানুষের কাছে অজানা ছিল। যদিও তার নির্দিষ্ট কারণ ছিল। ফলে এক শ্রেণির মানুষ আলোকিক শক্তির চর্চা করে এবং যাদু বিদ্যার মাধ্যমে শত্রু উচ্ছেদ এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক অনুরূপভাবে ডাইনি তন্ত্র, তন্ত্র বিদ্যা, তুকতাক অর্থাৎ যাদু বিদ্যার সাথে বিভিন্ন কাল্পনিক বিদ্যার উদ্ভব ঘটে। অপর দিকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ডাইনিরা বদ আত্মাকে বশীভূত করে নানা ক্ষতিসাধন করতে পারে। কারণ ডাইনিরা হচ্ছে এই বদ আত্মার বাহক। এর কারণ জ্ঞান বিকাশের অসাম্যতা, প্রাকৃতিক, আর্থসামাজিক দুর্দশা বর্তমানেও আদিবাসী তথা সাঁওতালদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

তাই ডাইনি বিশ্বাস এখনও টিমটিম করে টিকে আছে। আসলে এর মূল কারণ আর্থসামাজিক দুর্দশা, মানসিক সংকীর্ণতা, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর অযোগ্যতা অর্থাৎ সচেতনতা ও বিজ্ঞান মনস্কতার অভাব। সাঁওতাল ছাড়া অন্যদের মধ্যেও কাল্পনিক অবস্থায় বর্তমান। কেননা বাচ্চাদের ছোট বেলায় গল্প শুনানো হয় ডাইনিরা দেখতে বৃদ্ধা, সাদা চুল, বড় বড় নখ, নাক, বাচ্চাদের ফুসফুস ও রক্ত চুষে খায়। সবসময় ক্ষতিকারক কাজ তাদের বৃত্তি। এমন কি ইউরোপেও বলা হয় ডাইনিরা ঝাঁটা হাতে নিয়ে আকাশে ওড়ে। তা ছাড়া নির্জন কুটিরে কুৎসিত বৃদ্ধা ঔষধ তৈরী করে এবং পাশে কালো বিড়াল ঘুরে বেড়ায়। আদিবাসী তথা সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত আছে ডাইনিরা নির্দিষ্ট স্থানে রাত্রে ভাঙ্গা কুলো মাথায় এবং ঝাঁটা পরে নাচ গান করে। সকাল হতে না হতে আবার ফিরে আসে। এই কুসংস্কার আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে আজও টিকে আছে। তার মূল কারণ আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার সুযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষমতা। তা ছাড়া গ্রামের মোড়ল থেকে শুরু করে সরকারও আদিবাসীদের সামাজিক বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করে এড়িয়ে যান। কেননা শুধু পুরুলিয়া নয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিরক্ষর, কুসংস্কারে আবদ্ধ নেশাগ্রস্ত মানুষ এবং আর্থসামাজিক দুর্দশা থেকে মুক্ত হলে মানুষ ডাইনি বিদ্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মরবে না এবং ডাইনিরাও থাকবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি মহাকাশ অভিযান ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা উপরোক্ত কুসংস্কারকে আড়াল করেছে। কেননা শিক্ষা, জ্ঞান বিকাশ ও সম্পদের বৈষম্যকে বেশী করে দায়ী করা যায়।[৮]

আদিবাসী তথা সাঁওতাল সমাজে প্রাচীনকাল থেকে চাল পড়া, তেল পড়া, সরিষা পড়া, তুকতাক ইত্যাদি চিকিৎসা পদ্ধতি নামে ব্যবহার করে আসছে। আধুনিক চিকিৎসা আবিষ্কারের আগে এর মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তারা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করে। তা ছাড়া তাদের ধারণা মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগের জন্য কোনো না কোনো দেবতার প্রভাব, অমঙ্গল ও পাপের কারণে হয়। কারণ পাপের ফলে ভয় ও ভয় থেকেই হয় রোগ। এই ধারণা গতানুগতিকভাবে ধরে তারা আজও পেছনে। তা ছাড়া তাদের বিশ্বাসী গাছ গাছড়ার রস, তুকতাক, ঝাড়ফুক ইত্যাদিতে এক অদৃশ্য শক্তি আছে যা গুনীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করলে রোগ নিরাময় হয়। পুরুলিয়া তথা সাঁওতাল সমাজে ডাইনিটিকে থাকার মূল কারণ শুধু আর্থসামাজিক দুর্দশা, নিরক্ষরতা নয়। তার সাথে মূল কারণ হল সমাজের কিছু অসাধু প্রভাবশালী লোক যারা নিজেদের স্বার্থকে বাস্তবায়িত করার জন্য ডাইনি প্রথাকে আরো জাগিয়ে তোলে। তা ছাড়া সাঁওতাল সমাজের কতগুলো নীতিকে দায়ী করা যায়। পবিত্রতা রক্ষার কারণে ঋতুবতী মহিলাদের কিছু, কিছু জিনিস স্পর্শ করতে না দেওয়া, দ্বিতীয়বার বিবাহিত মহিলারা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাদের সমাজে ক্ষোভ থেকে যায়। ডাইনি প্রথা দূরীকরণের ক্ষেত্রে শ্রী বাস্কের ৬টি মতকে সমর্থন করা যায়। ডাইনি তন্ত্র কে যে অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও শাসন চলছে তার মোকাবিলা করতে হবে। ডাইনি বিদ্যা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সাঁওতালদের মধ্যে প্রচার করা। বিভিন্ন সংস্থা বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। ডাইনি বিদ্যা যে মিথ্যা, ভ্রষ্টাচার তা সাঁওতালদের মধ্যে প্রচার করতে হবে। এমন ওঝা ও জানগুরুদের কার্যকলাপ জন সম্মুখে আনতে হবে। সাঁওতাল তথা আদিবাসীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করতে হবে। ডাইনি নামে অবিচার, পীড়ন ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য আইনের শাসন, প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান। ডাইনির উপর শোষণ, পীড়ন, অত্যাচার করার পদক্ষেপ বা পরিকল্পনা গ্রহন করার ক্ষেত্রে পিছপা হবে।[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাঁওতাল সমাজে ও সাংস্কৃতির সাথে চলে আসা আর একটি অন্যতম উপাদান হল ওঝা ব্যবস্থা। কিন্তু P.O.Bodding সহ অন্যান্য পণ্ডিত গণের বিশ্বাস ওঝা শব্দটি হিন্দুদের কাছ থেকে ধার করা হয়েছে। কিন্তু ইহাও সত্য আর্যগণ ২০০০ খ্রি: পূ: থেকে ১৫০০ খ্রি: পূ: মধ্যে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং এই সময়টাকে বলা হয় বৈদিক যুগ। উক্ত সময়ে চারটি বেদ রচিত হয় তাতে যাদু বিদ্যার কোনো উল্লেখ ছিল না। কিন্তু অথর্ব বেদে যাদু বিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, ডাইনি বিদ্যার উল্লেখ পাওয়া গেছে। কারণ এই সময় আর্যরা পূর্ব ভারত তথা গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে ছিল। এই সময় তারা দ্রাবীড়, প্রাকদ্রাবীড় গোষ্ঠীর স্পর্শে আসার ফলে আর্যরা প্রথমে তাদের কাছ থেকে ধার নেয়। পরে প্রাক্-দ্রাবীড় তথা সাঁওতালরা পুনরায় গ্রহণ করে। তাই অথর্ব বেদে তন্ত্রমন্ত্র, যাদুবিদ্যা এবং ডাইনি বিদ্যার অস্তিত্ব লক্ষ্ করা যায়। যাদেরকে আর্যরা 'মিথ্যা পূজারী' এবং 'মাংস খাদক' হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। আদিবাসী গোষ্ঠী ওঝা শব্দটি পুনরায় গ্রহণ করে। সম্ভবত খ্রি: পূ. ৬ষ্ঠ শতকে যখন বৌদ্ধ ধর্ম আলাদা ধর্ম হিসাবে মর্যাদা লাভ করে। সে সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে যাদু বিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, ডাইনি বিদ্যা গ্রহন করে। এইভাবে দেওয়া নেওয়া গঠন পুনর্গঠন এর মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিল। যার এক অভিনব পরিবর্তন হয়েছে।[১০] ওঝা বিদ্যা ধারাবাহিকভাবে গ্রামে বজায় রাখার জন্য গ্রামের যুবক ছেলেদেরকে প্রত্যেক বছর মে মাসের শেষ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ বা অক্টোবর মাসের শুরতে ওঝা বিজ্ঞান বা ওঝা বিদ্যা শেখার জন্য বাৎসরিক কোর্স প্র্যাক্টিস করানো হত। যার নাম ছিল পাইসারি। কিন্তু বর্তমানে সাঁওতাল এলাকায় হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, স্থাপিত হওয়ার ফলে এক দিকে যেমন ডাইনি বিদ্যা সম্পর্কে বিশ্বাস কমছে। অপর দিকে তেমনি গ্রামে গ্রামে ওঝা বিজ্ঞান শিক্ষার যে কোর্স চলত তা আর সাঁওতাল গ্রামগুলিতে দেখা যায় না। তা ছাড়া গ্রাম থেকে ওঝা বা সাঁওতালদের ডাইনি ধরার হাইকোর্ট হিসাবে চিহ্নিত জানগুরু প্রথার প্রতি বিশ্বাস খুব কম সাঁওতালদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।[১১]

উপরোক্ত ওঝা ও সখা ব্যবস্থা সহজেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। যদি মাঝি মাপাজিরা রাজনৈতিক নেতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বাধীন থাকত। বিধবাদের ডাইনি সাজানো, ওঝা বা সখা, তুকতাক, যাদু বিদ্যা, জোর পূর্বক জরিমানা টাকা আদায় ইত্যাদি অন্ধ গণ্ডির বাইরে আসতে পারতেন। তা ছাড়া সাঁওতালদের বিবাহ অনুষ্ঠানে, বা পালাপার্বণে হাঁড়িয়া, মদ খাওয়ার স্বীকৃতি সাময়িকভাবে পরমপ্রিয় পাণীয়। কিন্তু একে অজুহাত করে বোতল বোতল হাঁড়িয়া, মদ খাওয়ার দ্বারা আশক্ত। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করে ওঝা বা জানগুরুকেও ছাড়তে পারছে না। তাই এখনও বিভিন্ন গ্রামে ডাইনি অপবাদ দিয়ে মাঝের মধ্যেই অসহায় মানুষকে ঘর ছাড়া, জরিমানা, হত্যা ইত্যাদি ঘটনা ঘটে থাকে। যেমন ২০০৫ খ্রি: পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থানায় বাহামনি হাঁসদা এবং তার স্বামী বাবু লাল হাঁসদাকে গ্রাম ছাড়া করা হয়। অযোধ্যা পাহাড়ের পুনিয়া শাষন গ্রামের কালো মণি সরেনের মাকে ডাইনী সন্দেহে ঘর ছাড়া করায়। কালো মণি সরেন সেখান থেকে পালিয়ে বলরামপুর থানার ডুংরীডি গ্রামে বসবাস করছে। ২০০৬ খ্রি: জুলাই মাসে বলরামপুর থানার নন্দুডি গ্রামের বলরাম মান্ডির বউকে ডাইনী সন্দেহে স্বপরিবারে ঘর ছাড়া করায়। তাই বলা যায় সাঁওতাল সমাজে পর্যন্ত এখনও চেতনা হলেও জাগরণ হয়নি।[১২] সত্তর এর দশকের পর থেকে দেখা যায় সাঁওতাল সমাজ ও সাংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাথে সাথে সমাজ ও সাংস্কৃতির বিভিন্ন দিক থেকে চেতনার উন্মেষন ঘটেছে। সমাজের মধ্যে আবার অপর দিকে ডাইনি বিশ্বাস, পণ প্রথা ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজ এবং সাংস্কৃতিতে সংকটের বিষয় গুলিও প্রকাশ পেয়েছে 'মড়ে ক তুরুইক' কাহানীর মাধ্যমে। যা সমাজ ও সাংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার দেখা যায় এক বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের যুগে সাঁওতাল তথা খেরওয়াল সাংস্কৃতির একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কেননা যুগের পরিবর্তনকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা স্বত্বেও সাঁওতালদের মধ্যে চেতনার বিকাশ লাভ করার সাথে সাথে ঐতিহ্যের সুষ্ঠ চেতনাও লক্ষ্য করা যায়।[১৩]

স্বাধীনোত্তর পুরুলিয়া জেলার একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত এলাকাগুলি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ৯০ এর দশক পর্যন্ত ডাইনি এলাকা হিসাবে চিহ্নিত ছিল। বিশেষ করে মানবাজার থানার ১ নং ব্লকের বিসড়ি এবং ধানাড়া অঞ্চল। মানবাজার ২ নং ব্লকের বুড়িবাঁধ, জামতোড়িয়া, আঁকরো, বোরো, বড়গোড়িয়া, দীঘি ইত্যাদি সাতটি অঞ্চল এবং বান্দোয়ান

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থানার কায়রা। উক্ত এলাকাগুলিতে ৬০ এর দশক থেকে মহিলাদের ডাইনি নামে চিহ্নিত করে জরিমানা, বয়কট, ঘর ছাড়া এমন কি হত্যা পর্যন্ত করা হত।

কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে উক্ত এলাকাগুলি পুরুলিয়া সদর থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম এলাকায় অবস্থিত ছিল। পায়ে হাঁটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কারণ এলাকাগুলি খাল এবং বর্ষার জলে পুষ্ট নদীগুলির দ্বারা বিচ্ছিন্ন। কেননা নদী এবং খালগুলিতে কোনো কালভার্ট ছিল না। পুরুলিয়া সদর থেকে যেতে হলে প্রায় তিন-চার দিন সময় লাগত। তা ছাড়া উক্ত এলাকায় যথাযথ শিক্ষার সুযোগ ছিল না। মানবাজার ২ নং ব্লকে সাতটি অঞ্চলে মোট ৫৮টি প্রাইমারি বিদ্যালয় থাকলেও কোনো হাই স্কুল ছিল না। যদিও সেখানে ৪ টি জুনিয়ার হাই স্কুল ছিল। তাই হাই স্কুলে পড়তে হলে নদী পার হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে আগুই বিল অথবা ৭ কিলোমিটার দূরে বোরো যেতে হত। উত্তরে যেতে হলে ১৬ কিলোমিটার দূরে মানবাজার। যা সবার ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। আশির দশকে জামতোড়িয়া ও তার সংলগ্ন এলাকায় স্বাক্ষরতার হার শতকরা ১০ শতাংশ। এমন কি মানবাজার ২ নং ব্লকের সাথে এক সঙ্গে ধরলে তা দাঁড়ায় শতকরা ৪-৫ শতাংশ। এই এলাকায় কংসাবতী, বুড়িবাঁধ ড্যাম, জ্যাক নদী ও কুমারী নদী থাকলেও তাদের সেচের সুযোগ ছিল না। বরং তাদের জমিগুলি জলের তলায় চলে যায়। তাই চাষের জন্য বর্ষার জলের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলস্বরূপ সাত মাস জীবন-জীবিকার জন্য পূব বা নামাল খাটতে বর্ধমান, দুর্গাপুর, হুগলী ইত্যাদি জায়গায় যেতে বাধ্য হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও সেখানে যথাযথ নার্স বা ডাক্তার পাওয়া যায় না। ফলে তারা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তা ছাড়া দারিদ্রের কারণে আধুনিক চিকিৎসা নিতে অক্ষম। তাই তারা বাধ্য হয়ে ওঝা, সখা, বা জানগুরুর কাছে যেতে বাধ্য হত। সেই সুযোগ কিছু স্বার্থপর সুবিধাবাদী মানুষ গ্রহণ করে। কেউ শারীরিক ভাবে অসুস্থ হলে বা রোগের কারণে মারা গেলে রোগ চিহ্নিত না করে গ্রামের মোড়লদের নেতৃত্বে জানগুরুর কাছে যেত। মৃত্যু বা রোগের জন্য বেশিরভাগই গ্রামের কোনো অসহায় বিধবা নারীকে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে মোটা অংকের টাকা জরিমানা দাবী করা হত। দিতে অস্বীকার করলে সামাজিক বয়কট, গ্রাম ছাড়া এমন কি হত্যা পর্যন্ত করা হত। যদিও বর্তমানে আর্থ-সামাজিক, যোগাযোগ এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে কিন্তু আশানুরূপ নয়।[১৪]

বোরো, ছোটরাঙা, রায়না, দাড়িকাডোণবা, জামতেড়িয়া, ধরমপুর, ডঙ্গরডি, বসন্তপুর, পাঁড়রান মুকুন্দপুর ইত্যাদি গ্রামগুলি একেবারে পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণে অবস্থিত। উপরোক্ত এলাকাগুলি আদিবাসীদের বসবাসের এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। এই এলাকার সব চাইতে বড় সমস্যা ডাইনি। উক্ত অঞ্চলগুলিতে তিন থেকে চার বছরে ডাইনি অপবাদে ডাইনি এবং তার পরিবারসহ অনেক মানুষকে নিপীড়ন অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। ইহাই শেষ নয়, প্রচণ্ড অত্যাচারে অনেকে মারা গেছে এবং ঘর ছাড়া হয়েছেন। এমন কি অনেকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। কিন্তু তা বর্তমানে কমেছে। কারণ এই রকম অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু তরুণ যুবকদের আন্দোলনে সামিল করেন সাঁওতাল রমণীদেরকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে হাজার হাজার টাকা নেওয়া, জমি দখল করা এবং ওঝা ও সখাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টা করা হয় কিন্তু কোনো রকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। কেন ঘটছে তা সারদা বাবুর কাছে জানতে চাইলে জানান- 'আইন প্রণয়ন ছাড়াই সাঁতালদের ডাইনি প্রথা অবসান ঘটবে। এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমাদের হতাশ হলে চলবে না। প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সত্যের জয় হবে'। ডাইনির মূল কারণ অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ছাড়াও সাঁওতালদের মধ্যে পারস্পারিক হিংসা এবং ওঝাদের উপর ভিত্তি করে ডাইনি প্রথা গড়ে ওঠে। কারণ প্রত্যেক সাঁওতাল গ্রামেই ওঝার অস্তিত্ব ছিল বর্তমানেও কোনো কোনো গ্রামে এখনও আছে। ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয় সাধারণত সমগোষ্ঠীর লোকেদেরই। কারণ তাদের মধ্যেই সম্পত্তির বিবাদ বর্তমান থাকে এবং সমাজ বা গ্রামের বৃহৎ অংশই ডাইনির পক্ষে।

শুধু নিরক্ষর নয় শিক্ষিত উচশিক্ষিতরাও এই রীতিতে বিশ্বাসী। মন্ত্রী পদে থাকা সত্ত্বেও ডাইনির পক্ষে মত প্রকাশ করে বলেন যে, এই প্রথা কুসংস্কার হলেও অনেকে এটাকে বিশ্বাস করেন। তাই উক্ত ব্যক্তি সেই পক্ষে মত দেন। আরো বলা হয় সাঁওতালদের নিরক্ষরতা, দারিদ্রতা, যোগাযোগ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ইত্যাদি এলাকা ভিত্তিক সমস্যা। কিন্তু মেদিনীপুরের পাশ্চাত্য ফেরত ইঞ্জিনিয়ার নিত্যানন্দ হেম্ব্রমের সমস্যা নয়। কিন্তু ডাইনি পুরুলিয়া নয় সমগ্রহ সাঁওতাল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জাতির সমস্যা। কারণ যারা বলেন ডাইনি কোনো সমস্যা নয়। তাদের কাছে সত্যিই নয়। কারণ কোনো ওঝা বা সখার সাহস নেই তাদের ডাইনি অপবাদ দেওয়ার। বেশ কয়েকটি ডাইনি ঘটনা যেমন ২৮/০৫/৮০ তে মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার তাঁতিয়া গ্রামের এক মহিলা ও মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বান্দোয়ান থানার কপাট ডাঙা গ্রামের এক মহিলাকে ঝাঁটা পরানো হয় এবং অখাদ্য ও কু-খাদ্য খাওয়ানো হয়।[১৫] এই সময়ে লোয়াগোড়া গ্রামের শ্রীপতি হেম্ব্রমের স্ত্রীকে ডাইনি করা হয় বাবুরাম হেম্ব্রমের মহিষ মারা যাওয়ার কারণে এবং ৩৪০টাকা জরিমানা করা হয়। পুনরায় জানগুরুর কাছে গিয়ে শ্রীপতি হেম্ব্রম নির্দোষ প্রমাণিত হয়। কিন্তু গ্রামের মোড়লরা তার কাছে সখা ঘর যাওয়া এবং আসার নামে ২৪৪০ টাকা নেওয়া হয়। অপর দিকে ডাইনি করার নামে বাবু রামের কাছে ২১০০ টাকা নেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত তৃতীয়বার সখা ঘর যাওয়ার পর বলা হয় পূর্বের মহিলাই ডাইনি। কেন না তার বাড়ির পাশাপাশি অপদেবতা আছে। আবার ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে লনিন টুডুর স্ত্রীকে ডাঁন করা হয়। ললিন টুডু দেওয়ানি বা আপিল করে সুধীর টুডুর স্ত্রীকে ডাইনি করলে সুধীর টুডু তা প্রত্যাখান করেন। সুধীর টুডুর অনুগামী চক্রধর টুডু ঘোষণা করেন তারা ডাইন বা ভূত মানে না। ফলে সখা ও ডাইনি পক্ষের লোকেরা তাদের উপর চড়াও হয়। ঘটনাক্রমে টাঁগির আঘাতে লক্ষ্মণ টুডু মারা যান। অপর দিকে সুধীর টুডু এবং মিলন টুডু পালিয়ে বাঁচেন। তারা সারদা বাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেন। এই ঘটনায় সুধীর ও মিলন কে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েক মাসের জন্য জেলে পাঠানো হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের মহাষ্টমীর দিন সুধীর ও মিলন জামিন পেয়ে বাড়ি ফেরেন। অবশেষে তারা বিচারে মুক্তি পান।[১৬]

তারপরও ধারাবাহিকভাবে ডাইনি চিহ্নিত করণ চলতে থাকে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে লাল মোহন মান্ডির স্ত্রী চুনি মান্ডিকে ডাইনি অপবাদে চিপুড়ি গ্রাম থেকে তাড়া করা হয়। লম্বোধর কিস্কুর স্ত্রীকে ডাইনি করে এক ঘরে করা হয়। কবি সারদা প্রসাদ কিস্কুর চিঠি পেয়ে খেরওয়াল গাঁওতার মন্মথ বাস্কে সেখানে হাজির হন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকিবাইদ গ্রামের নীলমণি কিস্কুকে ডাইনি হিসাবে ধরা হয়।[১৭]

কিন্তু আশির দশক থেকে সারদা প্রসাদ কিস্কুর নেতৃত্বে মহাদেব হাঁসদা, মহেস্বর বেশরা, মন্মথ বাস্কে, জাগরণ সরেন, কলেনদ্র নাথ মান্ডি, সুধীর টুডু, মিলন টুডু প্রমুখ ডাইনি বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সাংবাদিক বিক্রম নায়ার, নিরঞ্জন হালদার, লক্ষ্মীন্দ্রকুমার সরকার এবং সমাজ সেবিকা মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখদের সহযোগিতায় ডাইনি বিরোধী আন্দোলনের ফলে ডাইনি চিহ্নিত করণে কিছুটা ভাটা পড়ে।[১৮]

পুরুলিয়া তথা সমগ্রহ সাঁওতাল সমাজে ডাইনি প্রথার অন্তরালে মানুষের অপরিবর্তনীয় আদিম প্রবৃত্তি, ধান্ধাবাজ, স্বার্থবাদী মানুষের অবস্থান। বেশীরভাগই আদিবাসীরা ক্রেশার, হাস্কিং মিল এবং ধোঁয়াযুক্ত স্থানে সন্ধ্যা অবধি কাজ করেন। ফলে টবি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হয়। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চিকিৎসা বা অর্থের অভাবে পুষ্টিকর খাবার সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ফলে তারা ওঝা ও জানগুরুর দবারস্থ হতে বাধ্য হয়। সেই সুযোগ গ্রহণ করে কিছু স্বার্থপর মানুষ। উক্ত সুযোগে পূর্ব শত্রুতা বশত গ্রামের কাউকে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে সর্বস্বান্ত করা হয়। তা যদিও বিচার বুদ্ধিহীন অযৌক্তিক অথচ গতানুগতিক ভাবে চলে আসছে। যেমন গ্যালিলিও পঞ্চদশ শতকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে সূর্য স্থির পৃথিবী তার চারপাশে ঘুরছে তা প্রমাণ করলেও, তা উক্ত সময়ে প্রত্যাখান করা হয়। তাকে অন্ধ কারাগারে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে হত্যা করা হয়। বর্তমান সময়েও চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় সাধারণ মানুষের ধারণা রাহু তাকে গ্রাস করেছে। তাই সেই সময় শাঁক, করতাল, ঘন্টা বাজানো হয়। অর্থাৎ সত্যকে জেনেও সমাজ তা অস্বীকার করে। সমভাবে আদিবাসী সমাজেও কিছু স্বার্থবাদী মানুষের প্রভাবে ডাইনি প্রথার মতো কুসংস্কারকে মানতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু মূলস্রোতের সমাজে দেখা যায় না। পুরুলিয়া জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাইনির কতগুলো ঘটনার মাধ্যমে এর অন্তরালের বিষয়টি উল্লেখ করা হল। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে বান্দোয়ান থানার শালিডি গ্রামে ডাইনি অপবাদে সূর্য হেম্ব্রম, মিনি হেম্ব্রম (স্ত্রী), দীপক হেম্ব্রম (ছেলে) এক সাথে তিন জনকে হত্যা করা হয়। বান্দোয়ান থানাতেই রিঠাগোড়া গ্রামে পৈতু হেম্ব্রমের পিতা টিবি রোগে মারা যান। কিন্তু মোড়লদের নেতৃত্বে জানগুরুর কাছে যায় এবং পূর্ণ হেম্ব্রমের মেয়ে মঞ্জরিকে ডাইনি করা হয়। তাকে মোট ডাইনি বাবদ ১১৮০টাকা ২৫ পয়সা জরিমানা করা হয়। কিন্তু মঞ্জরি পুনরায় আপিল করে নির্দোষ প্রমাণিত হয়। কিন্তু মোড়লরা অস্বীকার করে। বিপরীতে দাবী করে তার জামায় জানগুরুকে ঘুষ দিয়ে নির্দোষ প্রমাণ করেছে। তাই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র ধানী জমি বন্ধক দিতে বাধ্য করে। শেষপর্যন্ত প্রশাসনের দারস্থ হয়েও তার শেষ রক্ষা হয়নি। বলা হয় - 'ওটা সাঁওতালদের ব্যাপার তাদের সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ করা চলবে না'।

এছাড়াও কুশবনি গ্রামের নিশিকান্ত মান্ডির স্ত্রী পূর্ণিমাকে বার বার ডাইনি করে ৮০ বিঘার চাষীকে সর্বস্বান্ত করা হয়। সুরুজ মণি মান্ডিকে চিপুড়ি গ্রাম থেকে ১০ বছরের ছেলেসহ গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হয়। ডাইনি বিরোধী এবং মাদক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে গোমস্তা প্রসাদ সরেন এবং তাঁর সমর্থকগণ ডাইনি অপবাদে বিতাড়িত সুরুজ মণি মান্ডিকে চিপুড়ি গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার পদ যাত্রার আয়োজন করলে প্রশাসন তা রাস্তা অবরোধ করে তা ভেস্তে দেয়।[১৯]

কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু ধারাবাহিকভাবে ডাইনি প্রথার বিরোধী আইন প্রণয়ন করার দাবী করে আসছেন। ডাইনি প্রথা রোধ-কড়া আইন অন্যান্য রাজ্য পারে আমরা পারি না কেন'। নারী সুরক্ষা নির্যাতন প্রতিরোধ বিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পাশ হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ডাইনি প্রতিরোধ আইন ঝাড়খন্ড সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দে, ছত্তিশগড় সরকার ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে, বিহার সরকার ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে পাশ হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি জেলা গুলিতে ডাইনি প্রথার চল থাকলেও প্রশাসনের কোনো সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না।

একবিংশ শতাব্দীতেও দেখা যায় ডাইনি নামে অত্যাচার, জরিমানা, সামাজিক বয়কট, হত্যা ইত্যাদি ঘটনা ঘটে থাকে। ২২শে জুলাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে ডাইনি করা হয়। বাঘমুন্ডি থানার রাঙ্গা গ্রামের রাশি টুডুকে ডাইনি নামে জরিমানা এবং গোটা গ্রাম বেঁধে ঘোরানো হয়।[২০]

ডাইনি বিশ্বাস ও ডাইনি প্রথা শুধুমাত্র বর্তমান পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্রহ সাঁওতাল সম্প্রদায় এবং ভারত ও ভারতের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু অপর দিকে আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাইনি প্রথার অবসান ঘটলেও ডাইনি বিশ্বাস এখনও বর্তমান আছে। ঠিক সমভাবে পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালদের মধ্যে সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আদিবাসী এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, শিক্ষার প্রসার, যোগাগোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে গ্রামে গ্রামে যে ওঝাদের ট্রেনিং ব্যবস্থার যেমন অবসান ঘটেছে। তেমনি অপরদিকে ডাইনি প্রথারও বিলুপ্ত হয়। বর্তমানে যদিও অন্তরালে ডাইনি বিশ্বাস থাকলেও ডাইনি নির্যাতন প্রায় দেখা যায় না। তবে সাঁওতালদের মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিজ্ঞানভিত্তিক সচেতনমূলক শিক্ষার প্রসার, আধুনিক চিকিৎসার প্রতি বিশ্বাস জন্মানো ইত্যাদি যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যতে ডাইনি বিশ্বাস অবসান ঘটবে। তা ছাড়া সাথে সাথে সরকার কর্তৃক ডাইনি বিরোধী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ডাইনি চিহ্নিতকারী ওঝা, সখা ও জানগুরুদের নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয়।

Reference:

১. রেভারেণ্ড. এল. ও. স্ক্রেফসরুড, *হড় করেন মারে হাপড়াম ক রেয়াঃ কাথা,* পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতালি আকাডেমি, জানুয়ারী, ২০১০, পৃ. ২১৯, ২২৪

২. বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *'ডাইনি',* গল্পগুচ্ছ, (তৃতীয় খন্ড), জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, (সম্পাদিত), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৭, (পঞ্চম মুদ্রণ), পৃ. ১১৯, ১২০, ১২৪

৩. বাস্কে, ড. ধীরেন্দ্র নাথ, *ছটরায় দেশ মাঝির স্মৃতি কথা,* ১৮/১ শান্তি নগর, রিজেন্ত পার্ক, কলকাতা, মার্চ, ২০২১, পৃ. ৮, ১০, ১৫

৪. সেন, শুচিব্রত, *ভারতের আদিবাসী: সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম* (দ্বিতীয় সংস্করণ), বুকপোস্ট পাব্লিকেশন, ৭ নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা, জানুয়ারি,২০২৪, পৃ. ৪৭১

৫. তদেব, পৃ. ৪৭২

৬. হেম্ব্রম, শ্রী মণ্ডল, *সাঁওতাল সমাজে ডাইনী,* সম্পাদনা, ড. সুহৃদ কুমার ভৌমিক, *যাদুঘর,* মারাং বুরু প্রেস, মেদনীপুর, ১৯৭৭, পৃ. ৪৬ – ৫০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 69
Website: https://tirj.org.in, Page No. 608 - 616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. সরকার, লক্ষ্মীদ্রকুমার, *পুরলিয়ার ডাইনী বিরোধী আন্দোলন,* সঞ্চয়ন প্রকাশনী, কোলকাতা, (৪র্থ প্রকাশ), ২০০৭, পৃ. ৮৮, ৮৯
৮. তদেব, পৃ. 95, 96, 97
৯. তদেব, পৃ. 97, 98
১০. D. N. Majumdar, *The Santal: A Study in Culture-Change.* Printed by the Government of India Press, Calcutta, 1956, p. 114, 115
১১. Ibid, p. 52, 115
১২. কর্মকার, ড. জলধর, *ঐক্য ভাবনায় সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি,* ট্যুরেন পাবলিকেশন, নিউ দিল্লী, ২০২১, পৃ. ১১৩-১১৬
১৩. কিস্কু, সারদা প্রসাদ, (খে বা), *খেরওয়াল বাসিয়াওয়া কাহিনীক,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, নর্থ ঘোষ পাড়া, বালী হাওড়া, ডিসেম্বর, ২০১৭ পৃ. ৭, ৮, ৯
১৪. সরকার, লক্ষ্মীদ্রকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. 108, 110–113
১৫. সরকার, লক্ষ্মীদ্রকুমার, *সাঁওতালী* ভাষা *লিপি, ও সাহিত্যচর্চা ইতিবৃত্ত,* সঞ্চয়ন প্রকাশনী, ১২১/এসীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা ৯, নবম একাদশ স্নগস্করণ, ২০১৮, পৃ. ৩৮০-৩৮২
১৬. সরকার, লক্ষ্মীদ্রকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১১৯
১৭. সরকার, লক্ষ্মীদ্রকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬-১৪১
১৮. সরকার, লক্ষ্মীদ্রকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৫, ১৯৫
১৯. সরেন, গোমস্তা প্রসাদ, *ফিরে দেখা* (দ্বিতীয় খন্ড), ১বি/৬৬ জয়দেব এভিনিউ, দূর্গাপুর, মার্চ, ২০১৫, পৃ. ১, ৪-১০
২০. তদেব, পৃ. ১৫, ১৬, ১৭